বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

সূত্র নং- বিএসইসি/মুখপাত্র (৩য় খন্ড)/২০১১/১০

তারিখ ঃ ৩০ মাঘ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

অদ্য ১২.০২.২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর মাল্টিপারপাস হলে সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানীসমূহের শেয়ার অফলোড সংক্রান্ত দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মো: ইউনুসুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত পর্বে সভাপতিত্ব করেন কমিশনের চেয়ারম্যান ড.এম খায়রুল হোসেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন যে, বাংলাদেশের আর্থিক খাতে ব্যাংক, পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থা, বীমা ও মাইক্রোক্রেডিট নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বিএসইসি ইতোমধ্যে তাদের আইনগত ভিত্তি অনেক উন্নত করেছে ভবিষ্যতে যার সুফল বিনিয়োগকারীরা ভোগ করতে পারবে। তিনি আরও বলেন যে, বিগত ৭-৮ বছর ধরে সরকারী কোম্পানীসমূহকে তাদের শেয়ার পুঁজিবাজারে অফলোড করার জন্য বাংলাদেশ সরকার অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে এ উদ্যোগের খুব কমই বাস্তবে রুপ লাভ করেছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, আজকের এ কর্মশালার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা এ সর্ম্পকে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করবেন যা সরকারের এ সংক্রান্ত উদ্যোগ বাস্তবায়নে অনেক ভূমিকা রাখবে।

বিএসইসি'র চেয়ারম্যান মহোদয় তার বক্তব্যে বলেন যে, সরকারী মালিকানাধীন কোম্পানীসমূহ তাদের শেয়ার পুঁজিবাজারে অফলোড করে দীর্ঘমেয়াদী মূলধন এর ব্যবস্থা করতে পারে। এর মাধ্যমে কোম্পানীসমূহের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা অনেক উন্নত ও স্বচ্ছ হবে। বিনিয়োগকারী ও সরকারের কাছেও তাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। সরকারী কোম্পানীসমূহ এ ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে তাদের জন-আস্থা বাড়াতে পারে এবং দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের নিকট হতে দীর্ঘমেয়াদী মূলধন প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পেতে পারে। এর মাধ্যমে এ ধরনের কোম্পানীসমূহ ১০% পর্যন্ত আয়কর সুবিধাও পেতে পারে। সর্বোপরি এ ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে সরকারী কোম্পানীতে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে এবং পুঁজিবাজারে ভালো সিকিউরিটিজ এর অভাব পূরণ হবে।
কর্মশালা উদ্বোধনের পর নিম্নোক্ত তিনটি টেকনিক্যাল সেশন অনুষ্ঠিত হয় ঃ

- সিকিউরিটিজ ইস্যুর মাধ্যমে পুঁজি উত্তোলনের উপর উপস্থাপনা।
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক ইস্যু) রুলস, ২০১৫ এর উপর উপস্থাপনা
- সরকারি মালিকাধীন কোম্পানি কর্তৃক পুঁজিবাজার হতে অর্থ উত্তোলনের পদ্ধতি, সাফল্য ও সম্ভাবনা এর উপর উপস্থাপনা

উপরোক্ত টেকনিক্যাল সেশনের উপর প্যানেল আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষে কমিশনের কমিশনার ড. স্বপন কুমার বালা অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মশালার সমাপ্ত ঘোষনা করেন।

কামরুল আনাম খান
পরিচালক।

সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানিসমূহের শেয়ার অফলোড সংক্রান্ত দিনব্যাপী কর্মশালা
প্রধান অতিথি : জনাব মো: ইউনুসুর রহমান
সিনিয়র সচিব
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
সভাপতি : ড. এম. খায়রুল হোসেন
চেয়ারম্যান, বিএসইসি
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ